অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। এইতো পোহালো রাত্রি ।।

এইতো পোহালো রাত্রি। একত্রিশে ডিসেম্বর পার হয়ে আজ পহেলা জানুয়ারী ২০১১। সবে শেষ করলাম ২০১০। শেষের মূহুর্তে ছিলাম এক আড্ডায়। নানা হৈ চৈ-র মাঝে নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করছিলাম - আচ্ছা আমার কাছে ২০১০-এর সেরা বিষয়টি কি? সঙ্গে সঙ্গে মন এবং প্রাণ থেকে যেন উত্তর এলো – সাকা চৌধুরীর গ্রেফতার। জানি অনেকেই আমার কথায় হাসছেন – ভাবছেন আমি হয়তো কোন দল কানা নয়তো মাত্রাতিরিক্তভাবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বলে ভাব ধরেছি। যাই ভাবুন আমার কাছে এটাই বছরের সেরা ঘটনা। তা'হলে ২০১০-এর ২৭ জানুয়ারী অর্থাৎ বছরের শুরুতেই যে বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের কয়েক জনের ফাঁসি হলো সেটা কি প্রধান বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়? নিজের সাথেই নিজেই বিতর্কে জড়িয়ে গেলাম।

আমি মানি - সেটাই ২০১০-এর সেরা ঘটনা। কিন্তু সাকা চৌধুরীর গ্রেফতারে যে সন্তুষ্টি পেয়েছিলাম তাতে মনে হলো ১৯৭১-এর বিজয়ে ফিরে গেছি। হবেই বা না কেন? ওই কূলাঙ্গারকে যে ঘাড় চেপে ধরলো ২০১০-এর বিজয় দিবসে। এমন বিজয় দিবস উনচল্লিশ বছরে কি আর পেয়েছি? কুখ্যাত মইত্যা রাজাকার আর অসভ্য সাইদী গংরা পালের গোদা গো. আজম বিহীন অবস্থায় যখন ধরা পড়েছিলো সত্যি বলতে ইন্টারনেটে চোখ ফেলে রেখেছিলাম জানতে - অসূর সাকার দন্তের উঠোন কবে খাঁ খাঁ করবে! ওর দম্ভ অসভ্যতা নোংরামী এবং কূটবাক্যের অশ্লীল বচন একাত্তর থেকে কি অধ্যাবদি শেষ হয়েছে? এখনো জেলে আদালতে ওর সে হুংকার – 'হ্যান করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা' চলছে। বঙ্গবন্ধু থেকে শুরু করে তাজউদ্দীন আহমেদ, সৈয়দ নজরুল, জিয়া, বেগম জিয়া, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কে বাদ নেই। এদেঁর সকলকেই স্পর্শ করেছে সাকা নামের দূর্গন্ধ। অথচ? অথচ ২০১০-এর ১৬ ডিসেম্বরের আগ পর্য্যন্ত সাকার কেশাগ্র স্পর্শ করার মত সাহস কারো হলো না! কেন হলো না? কিসের এই দূর্বলতা? প্রশ্ন আমার দু'নেত্রীর কাছেও? এই দু'নেত্রীকে কি বলতে কিছু বাকী রেখেছে সাকা? থাক সেসব অশ্লীল কথা আর উল্লেখ করতে চাই না। আমার মনে হয় সাকার মত এতো দুঃসাহস স্বাধীনতার যুদ্ধের শুরু থেকে এ যাবত কোন রাজাকারের কর্মকান্ডে দেখা যায়নি অথচ সেই সাকা কেন জানি সকলেরই নমঃস্য। পালের গোদা গো. আজমকেও এতো ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে দেখিনি। যাক, তবু শেষ পর্যন্ত সাকা ধরা পড়েছে। এবার তার যথপোযুক্ত বিচারটা হলে এবং অনতিবিলম্বে সে বিচারটা কার্যকর হলে

মুক্তিযোদ্ধাসহ সকল নির্যাতিতরা প্রাণে শান্তি পাবেন। গোটা ডিসেম্বরে দৈনিক কালেরকন্ঠসহ অন্যান্য কাগজে এইসব বিজয়ী বিজয়ীনি এবং নির্যাতিতদের যুদ্ধদিনের গাঁথা ছাপা হয়েছে। সে গাঁথা চোখের পানি ঝরিয়েছে। সেই তাঁরাই বলছেন আমাদের যা হবার হয়েছে, যা হারাবার তা হারিয়েছি তবু সেই খান্ডবদাহনের যন্ত্রনা এবং স্মৃতি থেকে রেহাই পেতে সাকা চৌধুরীদের ফাঁসি দেখে যেতে চাই যেমন করে ওরা প্রাণ হরণ করেছে হাজারো মুক্তিসেনার, যেমন করে ওরা অসহায় নারীর নারীত্ব লুণ্ঠন করেছে এবং লুন্ঠনে সহায়তা যুগিয়েছে। আমরা মরার আগে শুধু একবার দেখে যেতে চাই বাংলাদেশের মাটিতে ওইসব পাষন্ড নরপিশাচের বিচার হয়েছে। ওঁদের সাথে সুর মিলিয়ে বলতে চাই - ২০১০ এক অবস্বরণীয় বছর, যে বছরে বঙ্গবন্ধুর হতকারীদের ফাঁসি কার্যকর হেয়েছে, ২০১০ এক অবিস্বরণীয় বছর যে বছর সাকা চৌধুরীর দর্পচূর্ন করে ওকে বিচারের জন্য গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে মইত্যা রাজাকারসহ আরো রাঘববোয়াল গুলোকে (পালের গোদা গো. আজম ঢুকবে কবে?)। তাই শেখ হাসিনার সরকারকে আন্তরিক ধন্যাদ এবং কৃতজ্ঞতা – তিনি কথা রেখেছেন । বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের ফাঁসি কার্যকর করিয়েছেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু করিয়েছেন এবং এক সময়ের অসম্ভব - সাকার গ্রেফতারকে সম্ভব করিয়েছেন – আর এসবই ২০১০-এ।

আমাদের এই ‘সব সম্ভবের দেশে’ প্রমাণিত হয়েছে সরকার এবং জনগণ চাইলে যেমন স্বাধীনতা আনা যায় তেমনি স্বাধীনতার বিরোধীদেরও বিচার করা যায়। আবার মুখে জনগণের কথা বলে জনগণকে শুষে কোটি কোটি টাকার পাহাড়সহ বিলাসবহুল জীবন যাপন করা যায় তেমনি স্বাধীনতা বিরোধীদের কোলে বসিয়ে স্বাধীনতার শহীদদের জন্য কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করা যায়। সেটা করা যায় এটা ‘সব সম্ভবের দেশ বলেই’।

‘সব সম্ভবের দেশ বলেই’ শিক্ষাকে ঢেলে সাজানো শুরু হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা এখন পঞ্চম শ্রেণী ছাড়িয়ে অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত হয়েছে। আইনের শাসন ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে বলেই ক্যান্টনমেন্টের সেনাদের বাসা ছাড়তে হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা বৃদ্ধি হয়ে ৩০০ থেকে পনেরোশো টাকায় এসেছে (যদিও পর্যাপ্ত নয়)। এখন থেকে সরকারী ও বেসরকারী খাতে চাকরীর ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের নাতি নাতনিদের জন্যও কোটা রাখা হয়েছে। সারের জন্য কৃষককে এখন আর কাঁদতে হয় না। গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যুনতম মজুরী নির্দ্ধারণ হয়েছে যদিও কোন কোন মালিক এখনও শর্ত মেনে চলছেন না – কেউ কেউ আবার গার্মেন্টস এ আগুন দিয়ে ঘোলা জলে মৎস্য শিকারের চেষ্টায় ব্যস্ত। এই সবই ২০১০-এর প্রাপ্তি। তবে বিরোধী দলের সাথে সরকারী দলের সম্পর্কের কোন উন্নতি হয়নি বরং হয়েছে অবনতি। কিন্তু এটা সরকার এবং বিরোধী দলের গতানুগতিক খেলা। এর উন্নতি আর অবনতি বলে কিছু নেই। মনে হয় এটাই যেন সিস্টেম। এই বন্ধ্যা সিস্টেমের ক্রমশঃ অবসান ঘটাতে হবে।

সরকারকেই সেটা করতে হবে। কথাটা এবার একটু ঘুরিয়ে বলি – সব সম্ভবের সরকারকে সে দায়িত্বটা নিতে হবে। বিরোধী দলকে ভালো মন্দ দুটোর জন্যই তার প্রাপ্য দিতে হবে। তাদেরকে সঙ্গে নিয়েই কাজ করার চেষ্টা করতে হবে। তারা না আসুক বা সহযোগিতা না করুক তবু আমরা দেখতে চাই সরকারের আন্তরিকতার কোন ত্রুটি নেই।

ভালো লেগেছে দেখে এবং জেনে যে, ২০১০-এ দূর্নীতির পুকুর চুরি নেই। হয়নি, হচ্ছে না একথা বলবো না তবে তুলনামূলকভাবে অনেক নিয়ন্ত্রনে । দেখতে চাই ২০১০-এর চেয়ে ২০১১-তে অনেক অনেক এগিয়ে চলার সাক্ষর, অনেক অনেক সম্ভাবনাময়, অনেক অনেক শান্তির, অনেক অনেক প্রগতির। ২০১১ হোক কেবলই এগিয়ে চলার, পেছনে ফেরার নয়। আগামী পৃথিবী গড়তে হবে এইতো পোহালো রাত্রি। এইতো ২০১১।

‘আগামী পৃথিবী গড়তে হবে এইতো পোহালো রাত্রি’ বাক্যটি সত্তুর দশকের মাঝামাঝিতে তৈরী করা আমার একটি গানের কথা থেকে। লেখার শুরুতে গানটার কথা মনে হয়েছিলো। শেষটাও করলাম গানটি দিয়ে । গানের কথা গুলো এমন-

সূর্য্যকিরণ হাতছানি দেয় বন্ধু সহযাত্রী
আগামী পৃথিবী গড়তে হবে
এইতো পোহালো রাত্রি।।

রক্তের লাল থেকে ফুটলো সকাল
ঝরে পড়ে আছে কত নর কংকাল
সেই করোটির মালা দিয়ে নতুন শপথ
নাওগো বন্ধু সহযাত্রী।।
আগামী পৃথিবী গড়তে হবে
এইতো পোহালো রাত্রি।।

পায়রা মনটা দাও উড়িয়ে
ভালোবাসা নিয়ে যাক সবার ঘরে।।

স্বর্গের সুখ আর নেই প্রয়োজন
এসো লভি নিজেরাই সুখ এইক্ষণ
এই কথাটির সুর দিয়ে সবাই মিলে
গাও না বন্ধু সহযাত্রী।

আগামী পৃথিবী গড়তে হবে
এইতো পোহলো রাত্রি।